গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

126

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের পঞ্চম সভার কার্যবিবরণী

১। বিগত ৭-১০-৯৯ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের পঞ্চম সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্ট 'খ'-তে সংযুক্ত করা হইল।

২। সভার শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতিক্রমে পানি সম্পদ সচিব সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনকালে বলেন যে, একটি মাত্র মৌলিক বিষয়ে অর্থাৎ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনা কাঠামো সম্পর্কে" সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কার্যপত্রটি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভায় উপস্থাপিত হইতেছে। তিনি জানান যে, বিগত দুই দশক যাবৎ বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বিশেষভাবে বিশ্বব্যাংক, পানি উন্নয়ন বোর্ড(পাউবো)-এর বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা একটি দক্ষ ও গতিশীল পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করিয়া আসিতেছে। পাউবোর সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময় তাহারা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে তাগিদ প্রদান করিয়াছে।

৩। পানি সম্পদ সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংকের সহিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৬ টি প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। বর্তমানে Water Sector Improvement Project (WSIP) এর প্রক্রিয়াকরণের কাজ সবচেয়ে অগ্রগামী রহিয়াছে। বর্তমান বৎসরের জুন ৩০ হইতে জুলাই ২২ পর্যন্ত এই প্রকল্পের Preparation Mission বাংলাদেশে অবস্থান করে এবং ২২শে জুলাই,৯৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এতদ্‌সম্পর্কিত Aide Memoire পেশ করে । Aide Memoire উপস্থাপনকালে Mission Leader এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন ৬ টি প্রকল্পের মধ্যে WSIP এর মধ্যে তাহারা একবারই ঋণচুক্তিসমূহের ব্যাপারে প্রযোজ্য শর্তাবলী আরোপ করিতে চাহেন। এইগুলির নিষ্পত্তি করা গেলে বাকী ৫টি প্রকল্পে কোন প্রকারের শর্ত আরোপ করা হইবে না এবং প্রকল্পের গুণাগুণের ভিত্তিতে ঋণচুক্তি সম্পাদিত হইবে। বিশ্বব্যাংক WSIP এর ঋণচুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে পাউবোর ব্যবস্থাপনা কাঠামো সংস্কার সম্পর্কে ৩টি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করিয়াছে এবং এই বিষয়ে দ্রুত সরকারের সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

৪। উপরোক্ত বিষয়াবলীর উপর বিগত ৫-১০-৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাবনাসমূহ বিস্তারিত আলোচনার পর জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য যে বিস্তারিত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয় তাহা সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় পাঠ করেন। নির্বাহী কমিটির সুপারিশমালা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হইল।

৫। উপস্থাপিত বিষয়াবলী পর্যালোচনাকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্তব্য করেন যে, বিশ্বব্যাংক WSIP-এর মধ্যে ঋণচুক্তিসমূহের ব্যাপারে প্রযোজ্য যে শর্তাবলী আরোপ করিতে চাহেন ঐগুলি পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সতর্কভাবে আগাইতে হইবে। পানি খাতে বিশ্ব ব্যাংক যে ঋণ দিতে যাইতেছে ঐগুলি Programme Loan না Project Loan উহা নিশ্চিত হইতে হইবে । এই বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যাইতে পারে। কৃষি সচিব বলেন যে, WSIP একটি প্রকল্প তাই ইহা Project Loan হইবে। পানি সচিবও একই মত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, জাতীয় পানি পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৫.১০.৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটি কর্তৃক প্রণীত উত্তরের আলোকে বিশ্বব্যাংককে সরকারের অভিমত জানাইয়া দেওয়ার পর বিশ্বব্যাংকের নিকট হইতে প্রাপ্ত জবাব/প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ Programme Loan না Project Loan উহার বিষয়ে, যদি প্রয়োজন হয়, বিশ্ব ব্যাংকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যাইতে পারে।

৬। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৫.১০.৯৯ তারিখের বৈঠকে চূড়ান্ত সুপারিশের দুইটি স্থানে কৃষি সচিব সংশোধন করার প্রস্তাব করেন। কমিটির সুপারিশের "সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান নিয়োগ পূর্বক সমসংখ্যক সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পাউবোর জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিবে" এই অংশে "বেসরকারী" শব্দের স্থলে "স্বার্থসংশিষ্ট (stakeholder)" শব্দটি এবং "পরিচালনা পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী ব্যতিত অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করিবে না" বাক্যটির পরিবর্তে "পরিচালনা পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করিবে" বাক্যটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেন। আলোচনা শেষে কৃষি সচিব কর্তৃক আনীত উক্ত সংশোধনী গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া বোর্ডের বিবেচ্য বিষয়াবলীও পুনরায় পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, মাননীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী , মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী, মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী, মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী, মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রি পরিষদ সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ, কৃষি সচিব, খাদ্য সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন, ইন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশের সভাপতি ও পাউবোর চেয়ারম্যান উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় পানি পরিষদের নির্বাহী কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করা যাইতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নদী খননের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত প্রতিটি নদীর উৎসমুখ নিয়মিত ড্রেজিং করার বিষয়টি চালু ছিল। ড্রেজিং না হওয়ার কারণে আমাদের নদীগুলি পলি জমিয়া ভরাট হইয়া যাইতেছে যাহার ফলে প্রতি বৎসর বন্যা হইতেছে এবং নৌ-চলাচল বিঘ্নিত হইতেছে। ড্রেজিং এর একটি রুটিন কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কোন কোন নদীর কোন কোন স্থানে ড্রেজিং দরকার উহা চিহ্নিত করিয়া ড্রেজিং -এর একটি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজে দেশীয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আলোচনা মোতাবেক সংশোধনী অর্ন্তভুক্তকরণ সাপেক্ষে জাতীয় পানি পরিষদের নির্বাহী কমিটির সুপারিশসমূহ অনুমোদন করেন।

৯। **বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ**

১। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি বিশ্ব ব্যাংকের বিবেচনাধীন WSIP -এর Aide Memoire- এর উপর পরিশিষ্ট ক-তে সংযুক্ত প্রতিবেদনের ৬.১ অনুচ্ছেদের (খ) হইতে (চ) উপ-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত যে উত্তর প্রস্তুত করিয়াছে উহার আলোকে বিশ্ব ব্যাংককে সরকারের অভিমত জানাইতে হইবে।

২। উপরোক্ত প্রতিবেদনের ৬.১ অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় নিম্নোক্তভাবে সংশোধনপূর্বক সরকার একটি নীতি নির্ধারণী বোর্ড গঠন করিবে ঃ

(১) সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান নিয়োগপূর্বক সমসংখ্যক সরকারী কর্মচারী ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট (stakeholder) ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পাউবোর জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করিবে:-

<u>পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলী:</u>

পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলী সামগ্রিকভাবে নিম্নরূপ হইবে ঃ

১) পাউবোতে সরকারের মালিকানা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সংস্থাটি জাতীয় পানি নীতিতে বিধৃত নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী যেন পরিচালিত হয় তাহা নিশ্চিত করা;

২) সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের স্বার্থের অনুকূলে সংস্থাটির পরিচালনা বিষয়ে সমন্বয় সৃষ্টি প্রদান; এবং

৩) সংস্থাটির জন্য স্বচ্ছ, দক্ষ ও আর্থিকভাবে সবল একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।

<u>পর্ষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:</u>

পাউবো আইনের বিধান সাপেক্ষে পর্ষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা:

(ক) জাতীয় পানি নীতি ও অন্যান্য দিক নির্দেশক সরকারী দলিলাদির সহিত সংগতি রাখিয়া সংস্থাটির জন্য কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত নির্ণয় এবং সেইমত কর্মপন্থা নির্ধারণ;

(খ) সংস্থার জন্য দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ এবং উহাদের অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত নীতিসমূহ বিধৃতকরণ

১) প্রতিষ্ঠানিক নীতি, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কার্যনির্বাহ পদ্ধতি, কর্মচারীদের চাকুরীবিধি এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে

২) মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কর্মী উন্নয়ন, কর্ম-জীবন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে

৩) কর্মচারী ব্যবস্থাপনা নীতি যাহা কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও প্রেষণার জন্য সহায়ক পরিবেশের সৃষ্টি করিবে।

(গ) সংস্থার আর্থিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট অনুমোদন

(ঘ) বোর্ড ও সরকারের অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত আর্থিক সীমার মধ্যে সমস্ত ক্রয় ও সংগ্রহ প্রস্তাব অনুমোদন/সুপারিশকরণ

(ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতার উর্দ্ধের সকল টেন্ডার-বহির্ভূত ও অতিরিক্ত কাজের দাবীবিবেচনা ও অনুমোদন

(চ) পাউবোর সম্পত্তি/প্রকল্পের বিক্রয়, অবসায়ন, ইজারা প্রদান, ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন

(ছ) পরিচালন ও আর্থিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ :

১. সংস্থার প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সহিত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ

২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃক দক্ষতা ও দায়িত্বের সহিত কার্য নিষ্পন্নের জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন এবং ব্যবস্থাপনার যথোপযুক্ত মান নির্ধারণ

৩. ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সরবরাহকৃত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অসন্তোষজনক কর্মসম্পাদনের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদনসমূহ অনুমোদন

৫. সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান।

(জ) সরকারের বিবেচনার জন্য সংস্থার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন- এই প্রক্রিয়ায় সংস্থার আওতাভুক্ত কোন ইউনিট বেসরকারীকরণ কিংবা কোন ইউনিটের কাজ স্থায়ী জনবল দ্বারা নিষ্পন্ন না করিয়া বাজার হইতে আহরণ করিবার প্রস্তাবও থাকিতে পারে

(ঝ) পাউবোর বিভিন্ন দপ্তর স্থানান্তর, বিলুপ্তি কিংবা নূতনভাবে স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনা ও সরকারের নিকট এতদসংক্রান্ত সুপারিশ প্রেরণ

(ঞ) পাউবোর চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক সকল কেসের নিষ্পত্তিকরণ

(ট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিংবা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের যে সমস্ত বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে অর্পন করা হয় নাই, সেইসমস্ত বিষয় নিষ্পত্তিকরণ।

৩। বর্তমান বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এতদসংক্রান্ত আইন সংশোধনের পর যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে অভিহিত হইবেন। বোর্ডের প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইবে। তাহারা সরকার নির্ধারিত নিয়মনীতি ও বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কার্যাবলী অনুসরণে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪। WSIP কি ধরনের ঋণ- Project Loan না Programme Loan- তাহা বিশ্ব ব্যাংককে সরকারের অভিমত জানাইবার পর তাহাদের জবাব/প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করিবার জন্য যথাসময়ে বলা হইবে।

৫। দেশের কোন কোন নদীর কোন কোন স্থানে ড্রেজিং দরকার পানি উন্নয়ন বোর্ড উহা চিহ্নিত করিয়া একটি ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৬। পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কাজে যথাসম্ভব দেশীয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

১০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫-১০-৯৯ ইং
(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

পরিশিষ্ট-খ

১১

০৭-১০-৯৯ তারিখ দুপুর ১২-০০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৫ম সভায় যোগদানকারী সদস্য ও অতিথিবৃন্দের তালিকা।

১। জনাব আব্দুর রাজ্জাক, মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২। বেগম মতিয়া চৌধুরী, মন্ত্রী, কৃষি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩। জনাব আ স ম আব্দুর রব, মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৫। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৬। আলহাজ্ব রাশেদ মোশাররফ প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়
৭। জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৮। কাজী শামসুল আলম,
মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা
৯। জনাব আনোয়ার -উল-ইসলাম,
সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-৪, সদস্য, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
১০। জনাব এম, এ বারি,
সংসদ সদস্য, ১৪৮-শেরপুর-১, সদস্য, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
১১। কাজী সেকান্দার আলী,
সংসদ সদস্য, খুলনা-৩, ও সদস্য, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
১২। জনাব সি, এম, শফি সামি,
সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৩। জনাব সফিউর রহমান,
সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৪। জনাব মোঃ বদিউর রহমান,
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা
১৫। ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা,
সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৬। জনাব শওকত আলী
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৭। জনাব আইয়ুব কাদরী
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৮। জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক,
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৯। জনাব সিকদার মকবুল হক,
সচিব, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০। আকিয়া আক্তার চৌধুরী,
সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২১। জনাব মাহবুব কবীর,
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২২। জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী,
সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
২৩। ডঃ তাজউদ্দীন আহমেদ,
অতিঃ সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা
২৪। এম, মনোয়ার হোসেন,
প্রধান, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
২৫। কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ,
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা।
২৬। জনাব এ.কে.এম. শামছুল হক,
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
২৭। জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, মহাখালী, ঢাকা
২৮। জনাব খলিলুর রহমান,
সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, ঢাকা
২৯। প্রফেসর এম, এ, মান্নান,
[illegible] ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ, ঢাকা